তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫

(সর্বশেষ হালনাগাদকৃত ২৪.০৬.২০২০)

অর্থ বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১	**তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা** ১.১. পটভূমি ১.২ যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য ১.৩ শিরোনাম	৪-৫
২	**নীতিমালার ভিত্তি** ২.১. প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ ২.২. অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ২.৩. অনুমোদনের তারিখ ২.৪. নীতিমালা বাস্তবায়নের তারিখ ২.৫. নীতিমালার প্রযোজ্যতা	৫
৩	**নীতিমালায় ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞা** ৩.১ তথ্য ৩.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৩.৩ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৩.৪ তথ্য প্রদান ইউনিট ৩.৫ আপিল কর্তৃপক্ষ ৩.৬ তৃতীয় পক্ষ ৩.৭ তথ্য কমিশন ৩.৮ কর্মকর্তা ৩.৯ তথ্য অধিকার ৩.১০ আবেদন ফরম ৩.১১ আপিল ফরম ৩.১২ পরিশিষ্ট	৫
৪	**তথ্যের ধরন এবং ধরন অনুসারে তথ্য প্রকাশ ও প্রদান পদ্ধতি** ক. স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য খ. চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য গ. প্রদান ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্য	৬-৭
৫	**তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা** ক) তথ্য সংরক্ষণ খ) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা গ) তথ্যের ভাষা ঘ) তথ্যের হালনাগাদকরণ	৭
৬	**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ**	৭-৮
৭	**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি**	৮
৮	**বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ**	৮-৯
৯	**বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি**	৯
১০	**তথ্যের জন্য আবেদন, তথ্য প্রদানের পদ্ধতি ও সময়সীমা**	৯-১০
১১	**তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধ**	১০
১২	**আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি** ১২.১. আপিল কর্তৃপক্ষ ১২.২. আপিল দায়ের ১২.৩. আপিল নিষ্পত্তি	১০
১৩	**তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধান**	১০-১১
১৪	**তথ্যাদি পরিদর্শনের সুযোগ**	১১
১৫	**জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি**	১১

১৬	**নীতিমালার প্রাধান্য**	১১
১৭	**নীতিমালার সংশোধন**	১১
১৮	**নীতিমালার ব্যাখ্যা**	১১
	পরিশিষ্ট :	
	পরিশিষ্ট-১ : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা	১১
	পরিশিষ্ট-২ : বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা	১১
	পরিশিষ্ট-৩ : আপিল কর্তৃপক্ষের তালিকা	১২
	পরিশিষ্ট-৪ : স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম	১২-১৫
	পরিশিষ্ট-৫ : চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা	১৫-১৭
	পরিশিষ্ট-৬ : প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা	১৭
	পরিশিষ্ট-৭ : তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম (ফরম 'ক')	১৮
	পরিশিষ্ট-৮ : তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ (ফরম 'খ')	১৯
	পরিশিষ্ট-৯ : আপিল আবেদন ফরম (ফরম 'গ')	২০
	পরিশিষ্ট-১০ : তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি (ফরম 'ঘ')	২১
	পরিশিষ্ট-১১ : তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের নির্ধারিত ফরম (ফরম 'ঙ')	২২
১৯	**উপসংহার**	২২-২৩

ভূমিকা : বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ পাস হওয়ার ফলে দেশের জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে নবযুগের শুভ সূচনা হয়েছে। জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার এর আইনগত স্বীকৃতি মিলেছে। এই আইনের অধীনে বিধি প্রণীত হয়েছে এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে অর্থ বিভাগ এর তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫ প্রকাশ করা হল।

১. তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার পটভূমি এবং প্রয়োজনীয়তা :

১.১. পটভূমি :

অর্থ বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যসমূহ হল-

(ক) Fiscal Policy প্রণয়ন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রণীত Monetary Policy এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা;

(খ) সম্পদের সুষম ব্যবহার এবং অপচয় রোধ করার জন্য সম্পদ বন্টন ও ব্যবহারে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে আর্থিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠা;

(গ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের সমন্বয়ে বাজেট প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে সহায়তা প্রদান এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা;

(ঘ) বেসরকারি বিনিয়োগ ও রপ্তানি খাতকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সামগ্রিকভাবে আর্থিক খাতের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং সার্বিকভাবে রাষ্ট্রের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

অর্থ বিভাগের প্রধান কার্যাবলি :

- সরকারের রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও পর্যালোচনা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা;
- আর্থিক নীতিমালার উপর গবেষণা ও বিশ্লেষণ, এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বাজেটের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের জন্য বিনিয়োগে কারিগরি সহায়তা এবং হিসাব ও নিরীক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- বাজেট প্রণয়ন, অর্থ উপযোজন; পুনঃউপযোজন এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান-কর্পোরেশনসমূহের কার্যাবলি পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদন;
- বেতন স্কেল-বেতন নির্ধারণ, ছুটি, পেনশন-আনুতোষিক, অবসর সুবিধা, ভ্রমণ ভাতা, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি এবং এরূপ বিষয়ে বিভিন্ন আর্থিক বিধানাবলি প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় আদেশ-নির্দেশ জারিকরণ;
- বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন বহুপাক্ষিক এবং দ্বি-পাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং আই.এম.এফ. সংক্রান্ত বিষয়াবলি;
- ঋণ এবং সাহায্যসহ সরকারি ঋণ ও ট্রেজারি ব্যবস্থাপনা;
- নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব যাচাই ও নতুন ব্যয়ের পরিকল্পনাসমূহ পরীক্ষাকরণ, আর্থিক শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং মিতব্যয়িতা অর্জনের লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো ও আর্থিক বিধি-পদ্ধতির উন্নয়নের পরামর্শ প্রদান এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ।

১. ২ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনগণের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা; জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করতে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করেছে।

তথ্য অধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো সুসংহত করার অন্যতম শর্ত। অর্থ বিভাগের কার্যক্রমের বিভিন্ন তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত হলে অর্থ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের ধারণা স্পষ্ট হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে সকল কাজের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে। জনগণের জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে অর্থ বিভাগ অবাধ তথ্যপ্রবাহের চর্চা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়/দপ্তর/সংস্থা এবং অধীনস্থ অন্যান্য ইউনিটে অবাধ তথ্যপ্রবাহের চর্চার ক্ষেত্রে যেন কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য একটি 'তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা' প্রণয়ন আবশ্যক বলে অর্থ বিভাগ মনে করে। সুতরাং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ ও এতদসংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালাসমূহের আলোকে ও সাযুজ্যতা সাপেক্ষে এই 'তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা' প্রণয়ন করা হলো।

১.৩ নীতিমালার শিরোনাম :

এই নীতিমালা ''তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫'' নামে অভিহিত হবে।

২. নীতিমালার ভিত্তি :

২.১. প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.২. অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ : সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.৩. অনুমোদনের তারিখ : ১৯ নভেম্বর, ২০১৫।

২.৪. বাস্তবায়নের তারিখ : এই নীতিমালা ১৯ নভেম্বর, ২০১৫ থেকে বাস্তবায়ন করা হবে।

২.৫. নীতিমালার প্রযোজ্যতা : নীতিমালাটি অর্থবিভাগের বিদ্যমান সকল অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা অনুসরণ করবে। ভবিষ্যতে অর্থবিভাগের নতুন কোন অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা সৃষ্টি হলে তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৩. সংজ্ঞা :

তথ্য অধিকার আইনের ধারা-২(চ)-তে প্রদত্ত তথ্যের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে।

৩.১ তথ্য : ''তথ্য'' অর্থে অর্থ বিভাগের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেক্ট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য-নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা এদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে :

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৩.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ''দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'' অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা;

৩.৩ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তা;

৩.৪ ''তথ্য প্রদান ইউনিট'' অর্থবিভাগের সকল অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা।

৩.৫ ''আপীল কর্তৃপক্ষ'' অর্থ-

(অ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান; অথবা

(আ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ঊর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান।

৩.৬ ''তৃতীয় পক্ষ'' অর্থ তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে জড়িত অন্য কোন পক্ষ।

৩.৭ ''তথ্য কমিশন'' অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন।

৩.৮ ''তঅআ, ২০০৯'' বলতে ''তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'' বুঝাবে।

৩.৯ ''তঅবি, ২০০৯'' বলতে ''তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯'' বুঝাবে।

৩.১০ ''কর্মকর্তা'' অর্থে কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩.১১ ''তথ্য অধিকার'' অর্থ কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার।

৩.১২ ''আবেদন ফরম'' অর্থ তঅবি, ২০০৯-এর তফসিলে নির্ধারিত আবেদনের ফরমেট- ফরম 'ক' বুঝাবে।

৩.১৩ ''আপীল ফরম'' অর্থ তঅবি, ২০০৯-এর তফসিলে নির্ধারিত আপিল আবেদনের ফরমেট- ফরম 'গ' বুঝাবে।

৩.১২ পরিশিষ্ট'' অর্থ এই নীতিমালার সঙ্গে সংযুক্ত পরিশিষ্ট।